সন্ত্রাসবাদকে 'না' বলুন

১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

উগ্রবাদ (Extremism)

- ❑ সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে চরম বিশ্বাস ধারণ করা।
- ❑ অন্যের মতামত ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব না দেয়া।
- ❑ যে কোনো উপায়ে নিজের মতামত ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া।

উগ্রবাদ প্রতিরোধে করণীয়

শিক্ষা **সচেতনতা** **দায়িত্ববোধ**

- বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ লালন করা।
- দেশপ্রেম ও দেশাত্ববোধ জাগ্রত করা।
- পাঠ বহির্ভূত শিক্ষা যেমন: বই পড়া, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক কিংবা খেলাধুলায় উৎসাহিত করা।
- সঠিক ও প্রায়োগিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া ও অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা।
- নৈতিকতা, মানবিকতা, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের চর্চা করা।
- পরিবার থেকে সন্তানদের নৈতিকতা, মানবিকতা, সহনশীলতা ও সহাবস্থানের চর্চা শেখানো।
- দেশপ্রেম, বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রাপ্ত বয়স্ক না হলে সন্তানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণগত পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও অভিভাবকের সাথে মতবিনিময় করা।

শিক্ষা → স্বজন ও সন্তানের পারিবারিক শিক্ষা নিশ্চিত করুন।

- উগ্রবাদে জড়িত হওয়ার কারণ, উপায় ও লক্ষণ বিষয়ে জানা।
- উগ্রবাদের কুফল সম্পর্কে পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সচেতন করা।
- উগ্রবাদে জড়িত হওয়ার কারণ, উপায় ও লক্ষণ বিষয়ে জানা।
- ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক হওয়া এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের তা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
- ইসলামের অপব্যাখ্যা রোধে আলেম-ওলামাদের সম্পৃক্ত করা।
- ইমাম ও খতিবদের উগ্রবাদের বিপক্ষে বক্তব্য প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- আন্ত:ধর্মীয় মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।

সচেতনতা → নিজে সচেতন থাকুন ও অন্যকেও সচেতন করুন।

- আশেপাশের বা ইন্টারনেটে লুকিয়ে থাকা রিক্রুটারের বিষয়ে সজাগ থাকা।
- ধর্মের অপব্যাখ্যা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণগত পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ রাখা ও অভিভাবকের সাথে মতবিনিময় করা।
- সহকর্মী, ভাড়াটিয়া, প্রতিবেশী বা বন্ধুদের আচরণ ও তাদের হঠাৎ পরিবর্তনের দিকে খেয়াল রাখা।
- বাড়ি ভাড়া দেয়ার সময় ভাড়াটিয়ার সঠিক পরিচয় নিশ্চিত করা।
- সন্দেহজনক যে কোনো বিষয় 'সিটিটিসি' (CTTC) কে অবহিত করা।

দায়িত্ববোধ → সব সময় সজাগ থেকে নাগরিক দায়িত্ব পালন করুন।

উগ্রবাদে জড়িত হওয়ার প্রক্রিয়া

- ৬ষ্ঠ ধাপ: সহিংস উগ্রবাদী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়া।
- ৫ম ধাপ: যে কোন কর্মকান্ড এমনকি সহিংসতাকেও নিজ উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে সঠিক বলে মেনে নেয়া।
- ৪র্থ ধাপ: শর্টকাট উপায়ে পারলৌকিক প্রাপ্তির লোভে বিভোর হয়ে পড়া।
- ৩য় ধাপ: পুরানো শখ ও বন্ধুদের এড়িয়ে নতুন সমমনা বন্ধুদের খুঁজে নেয়া এবং তাদের সাথে নিয়মিত শলা-পরামর্শ করা।
- ২য় ধাপ: আশেপাশে বা ইন্টারনেটে ঘাপটি মেরে থাকা উগ্রবাদী রিক্রুটার এর সংস্পর্শে আসা।
- ১ম ধাপ: হতাশা, বঞ্চনা বা পারিবারিক সমস্যায় নাজুক ব্যক্তি, মুক্তির আশায় ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী হওয়া।

সহিংস উগ্রবাদ (Violent Extremism)

যে কোনো উগ্র মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সহিংসতার প্রয়োগকে সমর্থন বা অনুমোদন দেওয়া কিংবা সঠিক বা যৌক্তিক বিবেচনা করা।

বাসা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে করণীয়

- বাসা ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়ার পরিচয় নিশ্চিত করুন।
- ভাড়াটিয়ার জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নাম্বার সংগ্রহে রাখুন।
- জাতীয় পরিচয়পত্র বা মোবাইল নাম্বার সঠিক কিনা যাচাই করুন।
- সম্ভব হলে ভাড়াটিয়ার চাকুরী বা ব্যবসার বিষয়ে খোঁজ খবর নিন।
- প্রয়োজনে পুলিশের সহযোগিতা নিন।
- সন্দেহজনক যে কোনো বিষয়ে 'সিটিটিসি' (CTTC) কে অবহিত করুন।

আপনার সচেতনতাই পারে উগ্রবাদ রুখতে

উগ্রবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটকে (CTTC) প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে **Hello CT Mobile Apps** ব্যবহার করুন। এই Apps এর মাধ্যমে নিজের পরিচয় গোপন রেখে তথ্য প্রদান করা সম্ভব।

উগ্রবাদে জড়িত হওয়ার কারণ

ব্যক্তিগত কারণ
হতাশা, বিষন্নতা, বিচ্ছেদ, বঞ্চনার উপলব্ধি কিংবা কৌতুহল ও বীরত্ব প্রদর্শন।

পারিবারিক কারণ
পারিবারিক অশান্তি বা বিচ্ছিন্নতা কিংবা পরিবার ও বন্ধুদের প্রভাব।

সামাজিক কারণ
হঠাৎ পরিবর্তন, পরিচয় সংকট, প্রতিশোধ স্পৃহা।

রাজনৈতিক কারণ
রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

অর্থনৈতিক কারণ
দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক বঞ্চনা, শ্রেণী বৈষম্য।

ভাবাদর্শগত কারণ
ধর্মের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, পারলৌকিক প্রাপ্তির লোভ।

আন্তর্জাতিক কারণ
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিভিন্ন ঘটনার প্রভাব।

প্রাসঙ্গিক কারণ
দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উগ্রবাদী গোষ্ঠীর আকর্ষণীয় প্রচারণা এবং ইন্টারনেট ও অফলাইনে চিত্তাকর্ষক প্রচারপত্র/অডিও/ভিডিও এর সহজলভ্যতা।

উগ্রবাদে জড়িত হওয়ার নির্দেশকসমূহ (Indicators)

- হঠাৎ বদলে যাওয়া, পুরানো বন্ধুদের এড়িয়ে চলা, পুরানো শখ বা পেশার পরিবর্তন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত হওয়া ও ক্লাসে অমনোযোগিতা।
- পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বর্জন এবং বিনোদনমূলক কর্মকান্ড থেকে দুরে থাকা।
- পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে ধর্মীয় আচারের বিষয়ে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করা।
- ইন্টারনেটে গোপনীয়তার সাথে উগ্রবাদী প্রচারণা অনুসরন করা।
- বাঙালি সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রকে ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো।
- ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি ঘৃনা প্রকাশ এবং কথায় কথায় তাদেরকে কাফের, মুরতাদ, তাগুত বা নাস্তিক বলা।
- উগ্রবাদ ও সহিংস গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন।

রেডিক্যালাইজেশন (Radicalization)

রেডিক্যালাইজেশন (Radicalization) মূলতঃ একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্রচলিত বিশ্বাস, ধারণা বা প্রথার বিরুদ্ধে নিজস্ব মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমশঃ সহিংস উগ্রবাদ বা সন্ত্রাসবাদের দিকে নিয়ে যায়।

সহিংস উগ্রবাদে জড়িত হওয়ার নির্দেশকসমূহ (Indicators)

- ধর্মীয় বিষয়ে গোপন আলোচনা সভায় যোগদান বা আয়োজন করা।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুরনো ইতিহাস মুছে ফেলা এবং ছদ্মনাম ব্যবহার করে উগ্রবাদী প্রচারণা অনুসরণ এবং তা প্রচার করা।
- পরিবারের সদস্যদের প্রতি নিজের বক্তব্য শুনতে বাধ্য করানোর জন্য গৃহ ত্যাগের হুমকি দেওয়া।
- ধর্মের জন্য সহিংস কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করা এবং এর জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- অস্ত্র-বিস্ফোরক সংগ্রহ ও তৈরির চেষ্টা করা।
- 'কথিত শহীদ' হয়ে শর্টকাট উপায়ে পারলৌকিক প্রাপ্তির আশায় গৃহ ত্যাগ করা, ছদ্মনাম ও ভুয়া পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বাসা ভাড়া নিয়ে দেশে আত্মগোপন করা বা বিদেশে চলে যাওয়া।

প্রকৃত ধর্ম প্রচারক ও উগ্রবাদী রিক্রুটার এর মধ্যে পার্থক্য

প্রকৃত ধর্ম প্রচারক		উগ্রবাদী রিক্রুটার
ধর্ম প্রচারের সকল কার্যক্রম প্রকাশ্যে করে।	১	ঘাপটি মেরে থাকে ও গোপনে প্রচারণা চালায়।
ব্যক্তির অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা লাঘবে ধর্মের শিক্ষা দেয়।	২	ব্যক্তির অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার সুযোগে তার প্রতি অতি- সহমর্মিতা প্রকাশ করে নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।
ধর্মের মৌলিক ও প্রায়োগিক শিক্ষাগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে।	৩	ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে।
ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে সুনাগরিক হওয়ার উপদেশ দেয়।	৪	শর্টকাট উপায়ে পারলৌকিক প্রাপ্তির লোভ দেখায়।
ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত বই, অডিও-ভিডিও বা আদর্শ মানুষের সন্ধান দেয়।	৫	উগ্রবাদে জড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠির অডিও-ভিডিও বা বই এর সন্ধান দেয়। সাধারণত এগুলোর সফট কপি বা লিংক শেয়ার করে।
দেশীয় বা বৈশ্বিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠি এবং তাদের কর্মকান্ডকে ধর্ম বিরোধী বলে এগুলো থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেয়।	৬	সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে অবশ্য কর্তব্য বলে প্রচার করে এবং তাদের অনুসরণ ও সমমনা দলে যোগ দিতে উৎসাহ প্রদান করে।

বিঃ দ্রঃ উগ্রবাদের কোন একক কিংবা সুনিশ্চিত লক্ষণ নেই। উল্লেখিত লক্ষণ সমূহের কেবল একটি বা দুটি লক্ষণ বিদ্যমান থাকলেই তা উগ্রবাদের সুনিশ্চিত প্রমাণ বহন করে না। তবে কারো মধ্যে বেশিরভাগ লক্ষণ বিদ্যমান থাকলে তিনি উগ্রবাদী বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত বলে ধারণা করা যায়।

উগ্রবাদের সাথে জড়িয়ে পড়লে আচার-আচরনে বেশ কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন (Indicators) পরিলক্ষিত হয়

- উগ্রবাদ ও সহিংস গোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন।
- ধর্মগ্রন্থের 'আক্ষরিক' ও উগ্র ব্যাখ্যা গ্রহণে আগ্রহ।
- ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।
- পুরানো বন্ধুদের এড়িয়ে চলা।
- পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বর্জন।
- বিনোদনমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকা।
- বাঙালি সংস্কৃতিকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর মনোভাব।
- সরকারী অনুদানে তৈরী মসজিদে নামাজ না পড়া।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত হওয়া, অনুপস্থিতর হার বৃদ্ধি ও ক্লাসে অমনোযোগিতা।
- ইন্টারনেটে/অনলাইনে গোপনীয়তার সাথে উগ্রবাদী প্রচারনা অনুসরন করা।
- পরিবারের অণ্যান্য সদস্যদেরকে ধর্মীয় আচারের বিষয়ে ক্রমাগতচাপ প্রয়োগ করা।
- ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ।
- পুরানো বন্ধুদের এড়িয়ে চলা।

কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, ডিএমপি

অর্থায়নে ঃ বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প